R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই মাঘ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
৩১-শ জানুয়ারী, ১৯৯০ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

ঢক্কা নিনাদিত ওয়েলফেয়ারের ঝাঁপ বন্ধ, প্রশাসন নির্বিকার

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের পিয়ারাপুরে মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট কাউন্সিল অফ চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের সম্পাদক কনক দাসের ট্রেনিং সেন্টারে প্রায় ১৮০ জন ট্রেনিং নেন। কিন্তু আজও তাঁরা কোন সার্টিফিকেট পাননি বলে খবর। তবে তাঁরা নিজ দায়িত্বে স্কুল চালানোর উপদেশ পেয়েছেন। আর পেয়েছেন একটি হাজিরা খাতা ও মহাত্মা গান্ধীর একটি ছবি। ওদিকে পিয়ারাপুরে ওয়েলফেয়ার অফিসের সাইন বোর্ড খুলে রাখা হয়েছে। ওয়েল-ফেয়ারের বিতাড়িত সম্পাদক কনক দাসও বেশ কিছুদিন পিয়ারাপুর ছেড়ে তাঁর রামকৃষ্ণ খাদি সোসাইটির কলকাতার অফিসে আস্তানা গেড়েছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণের হিসাব মত ট্রেনিং সেন্টারে ১৮০ জনকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ফি জমা দিতে হয়েছে নগদ মাথাপিছু ২৬০ টাকা করে অর্থাৎ ১৮০ × ২৬০ = ৪৬,৮০০ টাকা। প্রথম দফায় প্রত্যেক দরখাস্তকারীকে স্কুল পিছু ২০০ টাকা করে ১১৪ জনের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ২২,৮০০ টাকা। এবং মেম্বারশিপ পদের জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য মাথাপিছু ১২ + ১০ = ২২ টাকা করে। তাও কম করে ২০০ জনে ৪,৪০০ টাকা। অর্থাৎ সর্বমোট আদায়ীকৃত অর্থ কম করেও ৫০,০০০ হাজারের নীচে নয়। ট্রেনিং দুটি গ্রুপে খরচ খরচা বাদ দিলেও ২৫/৩০ হাজার টাকা এখনও ফাণ্ডে থাকার কথা। কোন ট্রেনিং প্রাপ্ত প্রার্থীকে এখন পর্যন্ত সার্টি-ফিকেট না দেওয়ায় এবং স্কুল চালাবার কোন আদেশ বা সরকারী স্বীকৃতি এখনও না আসায় প্রার্থীদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই ভূয়া প্রতিষ্ঠানটির কার্য্য-কলাপ নিয়ে এত লেখালেখি সত্ত্বেও প্রশাসন একেবারে নিশ্চুপ এবং রাজনৈতিক দলগুলিও কোন সাড়া শব্দ দিচ্ছেন না। জঙ্গিপুর পুর বোর্ডের কমিশনার, সি পি আই লোকাল কমিটির সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য অশোক সাহা ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য। মহকুমার বেশ কয়েক শো বেকার প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চুপ করে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বি এস এফের কথা অমৃত সমান

জঙ্গিপুর : গত ২৫ জানুয়ারী মিঠিপুর বোলতলা (রাইচক) চোরাচালান ঘাটে বি এস এফ ৫৫ বস্তা চিনি আটক করে। পরে ২০ বস্তা নিজেদের ডেরায় (ক্যাম্পে) নিয়ে যায়, বাকী ৩৫ বস্তা চোরাচালানকারীদের সঙ্গে রফা করে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর এই ধরনের কাণ্ড-কারখানা গ্রামবাসীদের অবাক করে। আরো জানা যায়, ঐ দিন সকালে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের খেজুরতলা এবং সুতী ১ ব্লকের চাঁদপুর চোরাচালান ঘাটের মালের নৌকা ধরাধরি নিয়ে নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে এবং যথেচ্ছ বোমা এবং গুলি বিনিময় হয়। জানা যায়, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের মাল বোঝাই একটি নৌকা বাংলাদেশ থেকে চাঁদপুর ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হলেও ভুলবশতঃ ওটি খেজুরতলা ঘাটে এসে পড়ে। সেখানকার চোরাচালানকারীরা নৌকাটি আটক করে রেখে দেয়। তারই পাল্টা বদলা নেয় খেজুরতলা ঘাটের মালের নৌকা চাঁদপুর ঘাটে ধরে রেখে। এই নিয়ে গণ্ডগোল চরমে ওঠে। বি এস এফ বাহিনী নাকি গণ্ডগোলের মীমাংসা করতে এসেছিল, যাতে গণ্ডগোলের ছুতোয় মাল পারাপার বন্ধ না হয় বা তাদের উপরি রোজগারে টান না পড়ে। এই গণ্ডগোলের ম মাংসা করতে এসেই বি এস এফ বাহিনী বোলতলা ঘাটের চিনি আটক করে ও পরে বখরা নিয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুষ্কৃতীদের আক্রোশে নৃশংস খুন

ধুলিয়ান : গত ২৩ জানুয়ারী গভীর রাতে পূর্ব রতনপুরের মহঃ আসরাফ আলি (৪৫) কতি-পয় দুষ্কৃতীর হাতে খুন হন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ১টার সময় ১০/১২ জন দুষ্কৃতকারী বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে আসরাফের স্ত্রী চামুন বিবিকে ঘর থেকে বার করে দেয়। এরপর তারা আসরাফের উপর চাকু, ভোজালী, বল্লম ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

দাদাঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্রের জীবনাবসান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩০ জানুয়ারী দাদাঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র অমলকুমার পণ্ডিত ৭৬ বছর বয়সে এখানে তাঁর পৈতৃক বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি বিরল স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। বাল্যে ও কৈশোরে দাদাঠাকুরের সঙ্গে তৎকালীন গুণীদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই পরিণত বয়সেও নির্ভুল-ভাবে সাল তারিখ দিয়ে তাঁদের কথাবার্তা ও রসালাপের বিবরণ দিতেন। দাদাঠাকুরের মত তাঁরও পানিং এ অসাধারণ দক্ষতা ছিল। অমলকুমারের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে দাদা-ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত একটি যুগের অবসান ঘটলো।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণতান্ত্রিক কনভেনশন

জঙ্গিপুর : গত ২৮ জানুয়ারী বিকালে রঘুনাথ-গঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পঞ্চায়েত ভবনের পাশে সাম্প্রদায়ি-কতা বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান ফরমেজ আলির আহূত (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই মাঘ বুধবার ১৩৯৬ সাল

বাণীবন্দনা

বাণী বন্দনার ভাষা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতীকে একদিন মূর্খ কালিদাস সর্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া প্রথমেই প্রণাম জানাইয়াছিলেন শ্লোকবদ্ধ বাণীর মাধ্যমে। সেই বাণী অদ্যপি উচ্চারিত পূজাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া—

"কজ্জলপুরিত লোচন ভারে
স্তনযুগ শোভিত মুকুতা হারে
বীণাপুস্তক রঞ্জিত হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে ॥"

এই শ্লোকের মধ্য দিয়াই দেবীর সর্বাঙ্গিক সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন কালিদাস। দেবীর কৃপা কটাক্ষে তাহার অন্তরের সকল কালিমা বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের আলোকে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহার অন্তর গগন। এই উপাখ্যান শুধু কালিদাসের নব জাগরণের ইতিবৃত্ত নহে, ইহা তৎকালীন ভারতীয় জাতির জ্ঞানের আলোকে জাগরিত হওয়ার ইতি কথা। দাদাঠাকুরের ভাষায় এই জাগরণকে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

বসন্ত বায়ুর স্পর্শে শীতের জাড্যজাল যেমন অপসারিত হয়, বসন্ত প্রভাতের অরুণের হিরণকরণদ্যুতি মানুষের চিত্তকে যেমন কর্মের প্রেরণা দিয়া অপূর্ব পুলকে নাচাইয়া তোলে, তেমনি জাতির জীবনেও একদিন বসন্তাগম হয়। সেদিন জাতির যুগান্তের জাড্যজাল বিচূর্ণ করিয়া আপনার মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, দিকে দিকে তাহার প্রতিভার ধারা বিস্ফুরিত হইয়া থাকে। জাতীয় জীবনমূলে অবস্থান করিয়া এই যে শক্তি—কখনো সুপ্তা, কখনো জাগরিতা হইয়া থাকেন, তিনিই ভারতী, বাণী বা সরস্বতী। ব্যক্তির জীবনে তিনি যেমন নিগূঢ় অন্তঃপ্রবাহিনী তেমনি জাতির জীবনেও তিনি অন্তঃপ্রবাহিনী স্বরূপে সমভাবে বহমান।

হিন্দুর প্রাণতন্ত্রী একদিন এই শক্তির স্পর্শ পাইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, অন্তরের সেই দেবীর মোহন বীণার ঝঙ্কারে সেদিন হিন্দু জাগ্রত হইয়া আপনার সেই মর্মবাণী বিশ্বসংসারে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়, সৃজনী প্রতিভার বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গীর ভিতর দিয়া সে সেই জীবন্ত যৌবনের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—মরণের বিভীষণ তার ঊর্দ্ধে মানবকে এক অব্যয় অমৃতের সন্ধান দান করিয়াছিল। সেই অমৃতধারার স্পর্শেই নালন্দা জাগিয়াছিল, বিক্রমশীলা জাগিয়াছিল, রবার মৃদঙ্গ, বীণা সমস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। এই যে চিরযৌবন বিভ্রমময়ী দেবী, জাতির অন্তরে থাকিয়া বীণাটি বাজাইতেছেন, হিন্দু একদিন তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিল, দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে তাঁহার রূপের ছটা তাহাকে কোন্ কল্পলোকে তুলিয়া লইয়া বাস্তব জগতে আপনার বিভূতিকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন—সেই যৌবনরূপ সাধনার প্রেরণাতেই জাতি জাগিয়াছিল—তাহার জীবনে বসন্তাগম হইয়াছিল।

সেই বীণা নীরব হইয়াছে—নালন্দা তক্ষশীলা হিন্দুর আর নাই—হিন্দু সভ্যতার বিশিষ্টতা, বিশ্বদেবতার বরণ ডালায় তেমন স্বচ্ছন্দ সম্ভার আর নাই। সে শক্তি যেমন শীতের জাড্যে, আজ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে কতদিনে তাহার জীবনে আবার বসন্তাগম হইবে কে জানে? এই বসন্তাগমের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বা ধারা আছে কি?

ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিয়া সে তত্ত্ব নিরূপণ অতি দুরূহ কার্য্য। অতীতের অনেক মহতী সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—রোম গিয়াছে, গ্রীস গিয়াছে, বেবিলন গিয়াছে, মিশরের সেই অতীত সভ্যতার বাণীও আজ নীরব—বিশ্বদেবতার যৌবন লীলায় তাহাদের বিকাশ ও বিলাস অপর সভ্যতার ভিতরে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিয়াছে তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আর নাই। কিন্তু হিন্দু আজও মরে নাই, যুগ যুগান্তের আঘাত সহ্য করিয়া সে বাঁচিয়া আছে। ইহার কারণ কি? অতীতের শত সভ্যতা লোপ পাইল, কিন্তু বিশ্বদেবতার বিকাশ বিলাসের তাঁহার বসন্তোৎসবের কোন গূঢ় এবং গোপন রস সম্ভার হিন্দু সভ্যতার এই বুকে সঞ্চিত সঙ্কুচিত রহিয়াছে যে সে আজও বাঁচিয়া আছে।

বিশ্বের দরবারে হিন্দুর বাণী এখনও শেষ হয় নাই—এই যে বর্তমান অবসাদের ভাব ইহা তাহার দূরীভূত হইবে। হিন্দু আবার আত্মস্থ হইয়া আত্মশক্তিতে মহীয়ান হইয়া, মধুমাসের মধুর মলয় সংস্পর্শে সেই মাধুরীময়ী দেবীর মাধুরীকুঞ্জে ফুটিয়া উঠিবে—বিশ্ব সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

শীতের জাড্য ও অবসাদ এই যে অপসৃত হইল, বসন্তের বিকাশ গরিমা প্রাচীর দিক-ভালে এই যে অরুণ্যদ্যুতিতে দেখা দিল বিশ্বপ্রকৃতিতে নব-জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল, হিন্দু তোমার জাতীয় জীবনে একদিন কি এমনি বসন্ত আসিবে না; আসিবে সেদিন আসিবে। বাণীর সেই বসন্ত বাসরের উৎসব যে অবদান ভিন্ন সম্পূর্ণ হইবার নহে। তুমি আবার আত্মস্থ হও, নিজের অন্তরের দিকে ফিরিয়া তাকাও শ্বেতদলবাসিনী বাণীকে তুমি তথায় দেখিতে পাইবে। শোন, তাঁহার বীণার ধ্বনি যাহার কানে গিয়াছে সেই তো নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। সে জীবনের আনন্দ কি তোমাকে এই দীর্ঘ প্রসুপ্তি হইতে জাগ্রত করিবে না? এস বাণী বন্দনার শুভ মুহূর্তে আমরা সমবেতভাবে সেই প্রার্থনাই নিবেদন করিয়া শ্বেত পুষ্পের বন কুসুমের অঞ্জলী প্রদান করি।

পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গায় স্নান

ফরাক্কা: গত পৌষ সংক্রান্তির পূণ্য তিথিতে স্থানীয় গঙ্গার ঘাটে পূণ্যার্থীদের মকর স্নানের ভীড় দেখা যায়। স্নান উপলক্ষ্যে বেশ জম-জমাট এক মেলা বসে। ৭ দিনের জন্য স্থানীয় নিত্যানন্দ মন্দিরে এই মেলার আয়োজন করেন বিতর্কিত সাধু "লালবাবা"। প্রথম দিনে নবদ্বীপের 'তারামা' অপেরা কর্তৃক 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' যাত্রা নাটক প্রদর্শিত হয়।

স্বামীজী স্মরণে

নিমতিতা: গত ১৪ জানুয়ারী স্থানীয় বিবেকানন্দ-স্মারক সমিতির উদ্যোগে বিবেকানন্দের ১২৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যভূষিত করা হয় এবং স্বামীজীর অমৃত বাণীপাঠ, সময়োচিত তাৎপর্য-পূর্ণ ভাষণ ও দেশাত্মবোধক নানা সংগীতের মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শৈলেন্দ্র নাথ চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সংঘের কমল মহারাজ। সভাশেষে প্রতিমূর্তির পাদদেশে বাউল গানের আসর বসে।

বাসে আগুন, কেউ হতাহত হয়নি

ফরাক্কা: গত ১৬ জানুয়ারী দুপুর ২-৫০ মিঃ নাগাদ চাঁচল গামী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরি-বহনের একটি বাসে (ডব্লু জি টি ২১০৫) ইঞ্জিনের গোলযোগে আগুন লেগে যায়। ড্রাইভার তৎপরতার সঙ্গে বাসটি থামিয়ে দিলে লোকজন নেমে পড়ায় কেউ হতাহত হয়নি। ফরাক্কা বাঁধের ৭০ নম্বর গেটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কর্মরত সি আই এস এফ ও যাত্রীদের প্রচেষ্টায় বাসের আগুন নিভানো হয়। বাসটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বুলেট বিদ্ধ বেওয়ারিশ মৃতদেহ উদ্ধার

জঙ্গিপুর: গত ২৪ জানুয়ারী স্থানীয় বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে মির্জাপাড়ার একটি বাগানে জনৈক যুবকের (২৬) বুলেটবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশ মৃতদেহের পরিচয় যোগাড় করতে পারেনি। সন্দেহ, চোরা-চালানের সঙ্গে যুক্ত স্মাগলারদের মধ্যে অন্ত-র্দ্বন্দ্বের ফল এই মৃত্যু। এ ব্যাপারে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

বি জে পির কর্মীসভা

সাগরদীঘি: এই থানার বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় অঙ্গনে গত ১৪ জানুয়ারী স্থানীয় বি জে পির এক কর্মী সম্মেলন হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার কর্মী উপস্থিত হন। বি জে পির নেতা চিত্ত মুখার্জী যুবকদের স্বার্থ ত্যাগ করে ভারতমাতার সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন— আমাদের দেশের সম্পদ চাল, তেল, চিনি ও গোরু আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বাংলা-দেশে পাচার করা হচ্ছে। দুষ্টচক্র অর্থলোভে মাতোয়ারা হয়ে এবং রাজনৈতিক দুর্নীতি-গ্রস্ত নেতাদের ও পুলিশ প্রশাসনের সহ-যোগিতায় এই দুষ্কর্ম করে চলেছে। এই দুর্নীতি রোধে এগিয়ে আসতে হবে। জেলার নেতা ও সম্পাদক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— মুর্শিদাবাদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জাতিগত ভার-সাম্য নষ্ট করার চক্রান্ত চলছে। বাম-পন্থী দলগুলিও অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিক হওয়ায় সাহায্য করছে ভোটের লোভে। জ্যোতি বসুর রাজত্বে পঞ্চায়েত সদস্য ও সি পি এমের নেতারা এমন কি কর্মীরাও দুর্নীতির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটে চলেছেন। কিন্তু যদি বি জে পি কর্মীরা নির্ভয়ে এর মোকাবিলা করেন তবে এঁরা নির্মূল হয়ে যাবে। জেলা বি জে পির সভাপতি শ্যামল গুপ্ত বলেন, অহংকারী রাজীব সরকারের পতনের মধ্য দিয়েই কাজ শেষ হয়ে গেছে মনে করলে ভুল করা হবে। জ্যোতিবাবুদের অহংকারও দূর করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে চন্দন বসু কয়েক বছর আগেও সামান্য একজন করণিক ছিলেন, তিনি বামরাজত্বের এই এক দশকেই ৩৫ কোটি টাকার মালিক। এটা কোন্ যাদু-মন্ত্র ? সি পি এম কর্মীরা গ্রামের মানুষের কণ্ঠরোধ করতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আমরা সর্ব শক্তি দিয়ে এর মোকাবিলা করছি ও করবো।

হাসপাতাল সাফাই অভিযান

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিবসে ভারতীয় জন সুরক্ষা সমিতির স্থানীয় শাখার উদ্যোগে মহকুমা হাসপাতাল সাফাই করা হয়। এই কাজে সংস্থার প্রায় ৪০ জন কর্মী অংশ গ্রহণ করেন। সংস্থার সাধারণ সচিব সুদীপ্ত নাথ (বাপ্পা) জানান এই অভিযানের উদ্দেশ্য মহকুমা হাসপাতাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সরকারকে সচেতন করা।

বোমার আঘাতে মৃত্যু

অরঙ্গাবাদ : গত ১৬ জানুয়ারী সুতী থানার কুসুমগাছি গ্রামের একজন মহিলা দুর্বৃত্তের বোমায় নিহত হন। খবর, ঘটনার দিন বাড়ির বাইরে বসে খোদেজা বেওয়া ও তাঁর ভায়ের স্ত্রী গোলা বিবি কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ তাঁদের সামনে একটি বোমা এসে বিস্ফোরিত হলে তার আঘাতে খোদেজা মারা যান।

শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় কিশোর বাহিনী ও বালিঘাটা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি সংঘ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেন বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে। ১০ জানুয়ারী প্রভাতফেরীতে দু'শো শিশু ও কিশোর সুশৃঙ্খলভাবে শহর পরিক্রমা করে। ১২ জানুয়ারী দীর্ঘ মিছিলে শ্লোগান ধ্বনিত হয় 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আপসহীন ধারাকে গুরুত্ব দিয়ে ভারতের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে।' 'শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শহীদ ক্ষুদিরামের মূর্ত্তি স্থাপন করতে হবে, এবং 'ম্যাকেঞ্জি পার্ক রোডের নাম পরিবর্তন করে শহীদ ক্ষুদিরাম সরণী রাখতে হবে।'

মহানাম কীর্ত্তনের আসর

জঙ্গিপুর : স্থানীয় সরস্বতী লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে গত ১১ জানুয়ারী প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ভক্ত-বৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমহানাম কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন কীর্ত্তন শেষে প্রায় ২০০০ নর-নারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট

জঙ্গিপুর : স্থানীয় মহাবীর সংঘের পরিচালনায় গত ৪ জানুয়ারী ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অরঙ্গাবাদ সুপার ষ্টার ও মুর্শিদাবাদ কেল্লা ক্লাবের (লালবাগ) মধ্যে খেলায় বিজয়ী হয় অরঙ্গাবাদ সুপার ষ্টার।

বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশন

মির্জাপুর : গত ২ জানুয়ারী স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় জঙ্গিপুর রেডক্রস সোসাইটি, আর, সি, এস, বি বোম্বে ও এন, এস, পি, বি মালদার সহযোগিতায় এ বছর এক চক্ষু শিবিরে ১২৮ জন রোগীর বিনা ব্যয়ে চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশন করেন বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক মালদার পিনাকী-রঞ্জন রায়। প্রতিদিন ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব নেন রঘুনাথ-গঞ্জের ডাক্তার অনন্তকুমার চন্দ্র। রোগীদের প্রত্যেককে বিনামূল্যে ঔষুধ, খাওয়াদাওয়া, ডার্ক ও পাওয়ার গ্লাস দেওয়া হয়।

পুষ্প প্রদর্শনী

নবারুণ পয়েন্ট : এন টি পি সির স্থায়ী কলোনীতে ১৩ থেকে ১৫ জানুয়ারী তৃতীয় বর্ষ পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। প্রদর্শনীতে মালদহ জেলার কিছু নার্সারী, ফরাক্কা ব্যারেজ ও এন টি পি সির কর্মচারীরা অংশ নেন। প্রদর্শনীতে উচ্চমানের চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা, গোলাপ বিভিন্ন মরসুমী ফুল, বনসই জাতীয় গাছ ও নানা ফলের সমারোহ হয়। এন টি পি সির জেনারেল ম্যানেজার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার প্রদান করেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১২ই ফাল্গুন রবিবার (ইং ২৫-২-৯০) রঘুনাথগঞ্জ সরাই-খানা প্রাঙ্গণে বেলা ১ ঘটিকায় গভর্ণমেণ্ট পেনসনারস্ এ্যাসো-সিয়েসন জঙ্গিপুর শাখা কর্তৃক একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সকল সরকারী পেনসনারস্ বন্ধু-দের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করছি।

শঙ্করনাথ রায়
সেক্রেটারী, গভর্ণমেণ্ট
পেনসনারস্ এ্যাসোসিয়েশন
জঙ্গিপুর শাখা

Jangipur College (Murshidabad)

NOTICE

The following Ex-students are directed to receive their respective 'National Loan Scholarship/National Scholarship' as the cases may be from Jangipur College Office by 21-2-90 (Wednesday) on production of 'Tuition Fee Book and other College documents' without fail, otherwise the undisbursement Scholarship amount will be refunded to the sanction authority.

1. Sunil Kumar Mondal, 1st. B.Sc. Session 1983-84—Rs. 540/- National Loan-Scholarship.
2. Dulal Roy, rd. 3yr. B. Sc. Session 1968-69 remaining balance Rs. 95/- out of sanctioned amount of Rs. 500/-
3. Md. Najimuddin Sk. Class XI Session 1984-85 Rs. 540/- National Scholarship.

Date 27-1-90

Kalidas Chatterjee
Lecturer-in-charge

প্রশাসন নির্বিকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাকাকে স্থানীয় মানুষ ভালো চোখে দেখছেন না। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে উক্ত ওয়েল-ফেয়ারের সম্পাদক কনক দাস আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, যে সব মহিলা প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন খুব শীঘ্র তাঁদের নিয়োগ করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রথমে ১০০টি ইউনিট খোলা হবে জঙ্গিপুর মহকুমায়। পূর্বতন সরকারের আমলে কাগজপত্র প্রায় তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের ফলে নতুন সরকার আসায় গুছিয়ে বসতে একটু সময়ের প্রয়োজন। সেন্‌ট্রাল সোসাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্ট-মেন্টের নির্দেশে স্টেট ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তদন্ত করে রিপোর্ট দেবেন। এই সংস্থায় চারজন স্বাধীনতা সংগ্রামী আছেন। তাঁরা থাকার ফলে দিল্লী সোসাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড এই সংস্থার উপর খুব সহানুভূতিশীল। যাঁরা বিভিন্ন কারণে হতাশ হচ্ছেন এই সংস্থা সম্পর্কে একশ ভাগ নিশ্চিত থাকুন, এই সংস্থার পরি-কল্পনা রূপায়ণ হবে এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত মহিলারা কাজ পাবেন। তবে যাঁরা ট্রেনিং না নিয়ে ফিরে গিয়েছেন, তাঁদের ব্যাপারে এক্সি-কিউটিভ কমিটির মিটিঙে আলো-চনা করা হবে এবং তাঁদের ট্রেনিং সমাপ্ত করার জন্য পুনরায় সুযোগ দেওয়ার কথা আলোচনাকালে বিবেচনা করা হবে বলে কনক দাস জানান। তিনি পুনরায় বলেন, সরকার পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনা অনুমোদন পেতে একটু সময়ের প্রয়োজন। তিনি দু'মাসের মধ্যে সদর্থক ব্যবস্থা নেবার ফল মহকুমাবাসীকে দেখাবেন বলে আশ্বাস দেন।

বি এস একের কথা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছেড়ে দেয়। গ্রামবাসী সূত্রে আরো জানা যায়, গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এনসুর রহমানের প্ররোচনায় নাকি চাঁদপুর ঘাটের চোরা চালান-কারীরা এই আক্রমণ চালায়। উক্ত প্রধান সম্বন্ধে গ্রামের অনেকে অনেক কথা বলেন। বিশেষ কারণে উনি নাকি দীর্ঘদিন গ্রাম ছাড়া ছিলেন।

নৃশংস খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাঁসুয়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাছে গ্রামের লোকজন জেগে উঠে বাধা দেয় তাই তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে বোমা ও পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হত্যাকারীরা আসরাফকে কুপিয়ে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর আত্মীয় স্বজনরা ঘরে এসে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন। গ্রামবাসীরা আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, আসরাফ হোসেন ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি। এলাকায় ডাকাতি ও বিভিন্ন সন্ত্রাসের পাণ্ডা ছিল ঐ দুষ্কৃতীরা। তাদের আসরাফ পুলিশের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেন। বন্দী দুষ্কৃতীরা আসরাফকে শাসিয়ে যায়—এর বদলা নেবে। এই হত্যাকাণ্ড সেই ঘটনার বদলা বলে গ্রামবাসীরা মনে করছেন। চামুন বিবি পুলিশের কাছে দুষ্কৃতীদের নাম বলেছেন বলে জানা যায়। অপরাধীরা বর্তমানে ফেরার এবং কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গণতান্ত্রিক কনভেনশন

(১ম পাতার পর)

কনভেনশনে প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মহকুমা তথা জেলার সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ গিয়াসুদ্দিন এবং সমাজসেবী আমজাদ আলি। সভাপতিত্ব করেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ধীরেন হালদার। মহঃ গিয়াসুদ্দিন বলেন, বি জে পি বলছে সেকেন্দ্রায় সি পি এম সন্ত্রাস করছে। যদি কেউ কৃষকের ফসল চুরি করে আমরা তা রুখব, সেটা যদি সন্ত্রাস হয় তাহলে আমরা নিরুপায়। সাম্প্র-দায়িকতা গরীব মানুষ করে না। পুঁজিবাদীদের স্বার্থে শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন ভাঙতে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে বুর্জোয়াদের দল কং-গ্রেসের বি টিম, বি জে পি, মুঃ লীগ এবং জামায়েত-ইসলামী। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন, মুঃ লীগ যেমন মুসলিম ধর্মের বড় ঠিকাদার নয়, বি জে পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তেমনি হিন্দু ধর্মের ইজারা নিয়ে বসেনি। যারা ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ ছড়াচ্ছে তাঁদের বলি, রবীন্দ্রনাথ পড়ুন, বিবেকানন্দ পড়ুন, মার্ক্সবাদ পড়ার দরকার নেই। রাজনীতি করলে পড়াশুনা করতে হয়। ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণ করতে হবে আগে, তারপর বাবরকে অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে। কনভেনশনে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি থাকলেও রাজ-নীতি সচেতন মানুষের উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্য ছিল না।

পণ্ডিত প্রেস হইতে অজয় পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।